দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ ইত্যাদির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে এবং খেলাধুলার সরঞ্জাম ও সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা হবে।"

৮. ----"বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডকে প্রয়োজনের নিরিখে পুনর্গঠন করে আরো সুসংগঠিত ও কার্যকর করা হবে।"

১২. "মাদরাসা শিক্ষার উচ্চ অর্থাৎ ফাজিল ও কামিল পর্যায়ে শিক্ষাক্রম/পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন, শিক্ষাঙ্গনগুলোর তদারকি ও পরিবীক্ষণ এবং পরীক্ষা-পরিচালনাসহ সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব বর্তমানে কুষ্টিয়াস্থ ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ন্যস্ত। একটি নিয়মিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এই বিশাল দায়িত্ব পালন দুরূহ। উল্লিখিত কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য একটি অনুমোদনকারী (অ্যাফিলিয়েটিং) ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।"

মাদরাসা শিক্ষার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কওমী মাদ্রাসা। হাজার হাজার শিক্ষার্থী এসব মাদরাসায় দ্বীনী ইলম শিক্ষা করে। দীর্ঘদিন থেকে তারা দাবী জানিয়ে আসছে তাদের সনদের স্বীকৃতির। দেশের নাগরিক হিসাবে এটা তাদের ন্যায্য অধিকার। এজন্য কওমী শিক্ষাধারার মুরব্বীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের সেলেবাস কারিকুলাম ইত্যাদি নিয়ে অর্থবহ আলোচনায় বসা অপরিহার্য। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ বিষয়টিতে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে:

'কওমী মাদরাসার ক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষা ও ব্যবস্থাপনার সংগে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে একটি কওমি মাদরাসা শিক্ষা কমিশন করে, উক্ত কমিশন কওমি প্রক্রিয়ায় ইসলাম শিক্ষার ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষাদান বিষয়ে সুপারিশ তৈরি করে সরকারের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করবে'।

আমরা খবর নিয়ে জানতে পেরেছি, জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০-এ একটি অ্যাফিলিয়েটিং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেশের সকল এলাকাস্থ আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ, মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক ও ইসলামী জনতার মধ্যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আনন্দের ঢেউ সৃষ্টি করছে। যেহেতু এ দাবী তাদের পক্ষ থেকে চলে আসছে প্রায় শতবর্ষ ধরে। অতীতে বহু সরকার এজন্য প্রতিশ্রুতি দিয়ে কেবল রাজনৈতিক ফায়দাই লুটেছে, বাস্তবায়নের ধার ধারেনি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার স্বল্পকালের মধ্যেই জাতীয় শিক্ষানীতিতে এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণার মধ্য দিয়ে তিনি সে ওয়াদা পালনের যে পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন তা এক অনন্য দৃষ্টান্ত। এখন সরেজমিনে তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করে দিয়ে এবং তাঁর শাসনের এ মেয়াদের মধ্যে তা সম্পন্ন করে এক অমর ঐতিহাসিক নিদর্শন বাংলার জমিনে প্রতিষ্ঠা করে যাবেন– এ প্রত্যাশা সকলের।

এই সঙ্গে আরও একটি বিষয় উল্লেখের দাবী রাখে যে, মাদরাসা শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে সরকার যে অত্যন্ত আন্তরিক এই শিক্ষানীতিই তার উজ্জ্বল প্রমাণ। তবে এই শিক্ষাকে প্রাণবন্ত করতে হলে এর ফিডার ইনস্টিটিউশন ইবতেদায়ী মাদরাসাকে শক্তিশালী করার বিকল্প নেই। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ও আর্থিক সহযোগিতার অভাবে স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদরাসাসমূহ ও এর শিক্ষকগণের অবস্থা বড়ই করুণ। মাদরাসার প্রাথমিক শিক্ষাদানের দায়িত্ব পালন করছেন যেসব মহান শিক্ষক, অর্ধাহারে, অনাহারে তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। এ সব মহৎ উদ্যোগ বাস্তবায়িত করতে হলে ঐসব এবতেদায়ী মাদরাসাকে শক্তিশালী করতে হবে। তাদের শিক্ষকদের জন্য রুজি রুটির ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য আসন্ন বাজেটেই করতে হবে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ। এদিকে, আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আর একটি বিষয় নিয়ে মাদরাসা শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্টগণ আনন্দের মধ্যেও উদ্বিগ্ন। বিষয়টি হচ্ছে– শিক্ষাক্রম কাঠামোতে বিষয়সমূহের মানবণ্টনের। চূড়ান্ত খসড়া জাতীয় শিক্ষানীতির এক সংযোজনীতে ইসলামী ও বৈষয়িক বিষয়াবলীর মানবণ্টন করা ছিল। কিন্তু অনুমোদিত জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০-এ তা নেই। এ অবস্থায় বাধ্যতামূলক বৈষয়িক বিষয়াবলীর প্রতি অধিক গুরুত্ব দিতে গিয়ে যদি দ্বীনি বিষয়াবলীর ভাগে নম্বর তুলনামূলক কম হয়ে যায় তবে মাদরাসা শিক্ষার গুরুত্ব, বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ন হওয়ারসমূহ আশঙ্কা দেখা দিবে। বিষয়টির এখনই সুরাহা হওয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। মাদরাসা শিক্ষার বিষয়াবলীর মধ্যে কোরআন, হাদীস, ফিকহ ইত্যাদি সবগুলোই নৈতিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং সেখানে আলাদাভাবে নৈতিক শিক্ষার বই না ঢুকিয়ে ঐ বিষয়গুলোর মধ্য দিয়েই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। স্থানাভাবে এ কিস্তিতে নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব হলো না। বারান্তরে বিষয়টি নিয়ে উপস্থিত হওয়ার আশা রইল। নতুন শিক্ষানীতি যে নতুন আশার আলো প্রজ্জ্বলিত করেছে জাতির জীবনে তা আরো দীপ্ত হয়ে উঠুক, এই আমাদের প্রত্যাশা।